‘‘বছরের বিশ্ব শ্রেষ্ঠ নারী শেখ হাসিনা ’’
বঙ্গকণ্যাকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

হারুন রশীদ আজাদ

প্রধানমন্ত্রী বাআওয়ামি লীগ প্রধান বলেও নয় ,দেশপিতা‘র উত্তাধীকার সু-যোগ্য কণ্যা বলে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা রইল , আমেরিকার খ্যাতিমান গ্ল্যামার বিশ্বনারীদের ক্ষমতায়নের এক জরিপে ১০জন বিশ্বসেরা নারীকে নির্বাচিত করেছে , ‘‘বছরের বিশ্ব শ্রেষ্ঠ নারী শেখ হাসিনা ’’ অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জু লিয়াগির্লাড ও ১০ম স্থান অধিকার করেছেন।

বিশ্ব সংবাদে ঝলসে উঠা মনের অগোচরে দুচোখ দিয়ে নেমে এলো অঝোড়া বৃষ্টির ফোঁটা ! সবকিছুই যে নিজের অজান্তে হয় এ ঘটনাটি তারই অংশ !!আজ সবচেয়ে বেশী ভীড় হত ৩২ নং গণ ভবণে , দেখতাম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক ,আনন্দের সংবাদে বুঁকে টেনে বলতেন মা হাসু ,তুই কি আমাকে ছাড়িয়ে যাবি !যে মাটির দেশের শাসকগণ আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুতুল নাচের শাসন কায়েম করেছিল সে মাটির মানুষেরা তোকে ‘‘বছরের বিশ্ব শ্রেষ্ঠ নারী শেখ হাসিনা ’’ঘোষনা করেছে !এযেন আমার পাওয়া বিশ্বশান্তির জু লিওকুরি পদকের অন্য পিঠ ! ৩০ বছর ধরে তীব্র রাজনৈতিক ও সৈর শাসনের বিপরিতে দাড়িয়ে জাতি কে সাথে নিয়ে অন্ধকারের যোগ থেকে আলোর পথে ধাবমান আপনি ,শেখ হাসিনা ।

১৫ই আগষ্ঠের বুলেট , ও একবুঁক জ্বালা আপনাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি প্রতিপক্ষ , আপনাকে হত্যাকরার ব্যর্থ চেষ্ঠার একঝুড়ি ইতিহাস দেশবাসির হাতে রয়েছে । আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন দেশের মানুষ আপনার পিতার জন্যআজও কাঁদছে, তাই আপনি দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য কাঁদছেন । আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠণে আপনার চেষ্টা আজ বিশ্ব নন্দিত ।পরিবেশ দুষন ,জলবায়ু ,বিদ্যুৎ উৎপাদন , ডিজিটাল বাংলাদেশ এর ২০২০ আন্দোলন ও কর্মসুচি আপনাকে বিশ্বের শীর্ষনারীর স্থানে পৌঁছে দিয়েছে ।বিশ্বে বাঙ্গালীজাতির স্থান ৬ষ্ঠ বৃহত্বর জাতি ।আরবি আমাদের পরের স্থানে ।হিন্দি ও উর্দু আরও পেছনে , মন মানু ষিকতায় আমরা কুকড়িয়ে আছি ,তাই মাথা উচুঁ করে দ্বাড়াতে পারছিলামনা।

দেশের রাজনীতির স্থীতিশীলতার জন্য যে জাতিয় ঐক্যের প্রয়োজন ছিল তা নিহত হয়েছে ১৫ই আগষ্টের বুলেটে !রাজনীতির বটগাছে আজকাল রকমারি বানরের পালের মত ,মুদিদোকানি , নাপিত , ধোঁপা , সন্ত্রাসি সরদার , আর লুটেরাদের দখলে ।কাল টাকা আর কেরানি (করণিক) চক্রের চাঁপাকলে পরে কষ্টার্জিত টাকা চলে যায় ঘুষখোঁরদের পকেটে ।অরাজনৈতিক সাংসদরা অচল করে দিচ্ছে সংসদ ও সংসদীয় গণতন্ত্র,কোরাম হয়না , নিস্প্রাণ অধিবেশন , সমস্যা জর্জরিত সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের মানুষেরা ।স্থানীয়চেষ্টায় গড়ে তোলা যোগাযোগ সংকটে দ্রুত যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামের মানুষেরা ।এ সংকটের কারণ কথিত সাংসদদের অজ্ঞতা ও নির্বাচিত এলাকায় গিয়ে মানুষের অসুবিধাগুলি চিহ্নিত করতে ঘুরে না দেখার কারনে ।
বিচার বিভাগের উজির নাজিরেরা বিচারকের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে বিচারেরসচ্ছতাকে ধামাচাপা দেন , সয়ং প্রধান বিচারপতির অভিযোগ ! এখনই সময় সিসি টিভি বসান । জেলা মেজিষ্ট্রিসি প্রথা উপনিবেশিক ,এসব প্রেথা আধুনিক শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থি এব্যবস্থা আমলা-কামলা দ্বারা সাধারন মানুষদের শোষনের মুখ্যম হাতিয়ার ।এপ্রথা সৈরশাসকদের হাতিয়ার তাই নিরুংকুশ সংখা গরিষ্ঠ জনতার নিয়োগ কৃত সরকারই পারে সময়োপযোগি আইন করে জন মঙ্গলকর আইনি ব্যবস্থা করার এখনই সময় ।
মানুষেরা জানে এবং বুঝে এত বড় একটি বিশাল জনগোষ্ঠির পাহাড় সমান সমস্যা এত ছোট একটি সরকার দ্বাড়া হঠাৎ করে সমাধান সম্ভব নয় , অবুঝ শিশুকি বুঝে যে মায়ের বুঁকে দুধ নাই !ঠিক তেমনি সুবিধা ভুগি জনগণ কখনো জানতে-বুঝতে চায়না , তার সরকারের অর্থনৈতিক শক্তি আছে কি-নেই !টিভিতে যখন দুরদেশের মানুষ গুলির তেল-তেলে চেহারা, ছবির মত সুন্দর দেশের ছবি , নিরাপদ জীবন ব্যবস্থা ,আধু নিকতায় সচ্ছ শাসন , সরকারি কর্মচারি , পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারি সংস্থা , জনতাকে স্যার সম্মোধন করে তখন অবুঝ মনতো সেই শাসন ব্যবস্থা দাবি করবেই !আমরা ঐ সব নৈরাজ্য ও নিরাশ জীবনে অবসান চাই !চাই বিশ্বনেত্রীর অপরাজয়ী বিজয় ও অগ্রযাত্রা ।রাজনৈতিক জীবনে পিতার সপ্নের ‘‘সোনারবাংলার ’’

উন্নতি সাধনে দেশপিতার সপ্ন বাস্তবায়ন । খনার বচণ দিয়েই লেখাটা শেষ করতে চাচ্ছি ।

বাপ ভাল ,তার ছেলে ভাল ,
মা ভাল তার ঝি ,
গাভী ভার বাছুর ভাল ,
দুধ ভাল তার ঘি !
সিডনি থেকে ১৩,১১,১০ .